পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক শ্রমিক ইউনিয়ন

১৮এ ব্র্যাবোর্ণ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
(বি.ই.এফ.আই-এর অন্তর্ভুক্ত সংগঠন)
রেজিঃ নং — ৪১৯৯

সার্কুলার নং - ০১/২০১৬ তারিখ - ২৫.০১.২০১৬

প্রিয় সাথী,

আমাদের সংগঠনের দ্বাবিংশতিতম (নবপর্যায়) রাজ্য সম্মেলন অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া-র প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড চিন্ময় ভট্টাচার্য্য এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের সম্মেলন স্থল কলকাতা শহরের নামকরণ করা হয়েছিল "কমরেড চিন্ময় ভট্টাচার্য্য নগর"।

আমাদের সংগঠনের প্রাক্তন সহ সভাপতি কমরেড হরিনাথ কংসবনিক -এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতিনিধি ও প্রকাশ্য সমাবেশ মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছিল "কমরেড হরিনাথ কংসবনিক মঞ্চ"। ১০ই জানুয়ারী, ২০১৬ সকাল ১০টায় কমরেড হরিনাথ কংসবনিক মঞ্চে (ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল) সংগঠনের সভাপতি কমরেড মিলন দে সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন করেন।

পতাকা উত্তোলনের পর শহিদ বেদীতে মাল্যদান ও সংগঠনের সাংস্কৃতিক শাখার গণ সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি অধিবেশনের কাজ শুরু হয়। প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন (পঃবঃ)এর সহ সভাপতি কমরেড রাণা মিত্র। তিনি তার ভাষণে বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন-এর সর্বগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম-আন্দোলনের বিস্তৃত উদাহরণ তিনি ব্যাখ্যা করেন। ব্যাঙ্ক শিল্পে আগত নতুন প্রজন্মের কর্মচারীদের সম্বর্ধিত করে তিনি বলেন নতুন প্রজন্মের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে আগামী দিনে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলন আরও শক্তিশালী হবে। কমরেড মিত্র Financial Inclusionএর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার ব্যাপারে উল্লেখ করেন। কমরেড মিত্র বলেন যে এক দিকে ব্যাঙ্কে অনাদায়ী ঋণের পরিমানের বৃদ্ধি ঘটছে আর একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার কর ছাড়ের পদ্ধতি চালু করেছে। গত তিন বছরে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে প্রায় ৩৬ লক্ষ ৫৫ হাজার কোটি টাকা। কমরেড মিত্র এই রাজ্যের পরিস্থিতিও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন আমাদের রাজ্যে শিল্প নেই, নতুন কর্মসংস্থান নেই, বিদ্যুতেরও ব্যবহার কমেছে। প্রতি মাসে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতার পরিমান কমছে। আমাদের লড়াই করতে হবে এবং সন্ধান করতে হবে বিকল্প পথের।

প্রতিনিধি সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হয়। আলোচনার পর আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হয় সন্ধ্যা ৭টায়।

১১ই জানুয়ারী, ২০১৬ সকাল ১০-৩০ মিনিটে প্রতিনিধি সম্মেলনের কাজ আবার শুরু হয়।

৯ জন মহিলা সহ মোট ৪৪ জন প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করে

প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেন।

প্রতিনিধি সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রদীপ বিশ্বাস। কমরেড বিশ্বাস রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সরকারী মালিকানার অংশ কমিয়ে বেসরকারী মালিকানা বাড়ানো অর্থাৎ সরকারি নিয়ন্ত্রন কমানোর যে পদক্ষেপ সেই "ইন্দ্রধনুষ" এর ব্যাপারে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে পি.জে. নায়েক কমিটির সুপারিশগুলি একের পর এক বাস্তবায়িত করে সাধারণ মানুষ ও ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সর্বনাশ ডেকে আনছে এই বিজেপি সরকার। কর্পোরেট বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে নিয়োগ হচ্ছে ব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ পদে। তিনি বলেন নতুন ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা চালুর নামে সরকার ঢালাও লাইসেন্স দিচ্ছে বিভিন্ন অর্থলগ্নী সংস্থাকে। এসবই বেসরকারিকরণের কৌশল। কমরেড বিশ্বাস বলেন যে, ২০০৮ সালের বিশ্বজুড়ে হওয়া সংকটের পর এবার আবার সেই ভয়ঙ্কর সংকটের মুখে পরতে চলেছে ব্যাঙ্ক শিল্প। তিনি এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে নামার কথা বলেন। সংশোধনী ও সংযোজনী সহ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কমরেড অমিতাভ দে কে সভাপতি এবং কমরেড শ্রীজিৎ সেনগুপ্তকে সাধারণ সম্পাদক করে আগামী দিনে নেতৃত্বের নামের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রতিনিধি সম্মেলনের কাজ শেষ হয় সন্ধ্যা ৬টায়।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় —

১) পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে শূন্যপদে নিয়োগের দাবীতে ।

২) মহিলাদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

৩) নৈরাজ্য, সন্ত্রাসের বিপক্ষে ও রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পক্ষে।

৪) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে।

৫) গ্রাহক পরিষেবা, শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতার পক্ষে।

৬) সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ এর বিরুদ্ধে ।

৭) দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার ও অনৈতিক কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে।

৮) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ, বিলগ্নীকরণ ও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে।

৯) ব্যাঙ্ক শিল্পে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পক্ষে।

১০) ঋণ খেলাপীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে।

১১) নতুন পেনশন প্রকল্পের বিরুদ্ধে।

১২) বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের দুর্দশা ও প্রতিকারের দাবীতে।

প্রতিনিধি সম্মেলনে সম্মানীয় প্রতিনিধি হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত নেতৃত্বের উপস্থিতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিল।

১৩ই জানুয়ারী, ২০১৬ কমরেড হরিনাথ কংসবনিক মঞ্চে (ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল) কমরেড চিন্ময় ভট্টাচার্য্য

নগরে (কলকাতা) আমাদের ২২তম (নব পর্যায়) রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা, হুগলী, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আমাদের ব্যাঙ্কের সকল স্তরের কর্মচারীরা এই প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত হন। আমাদের সংগঠনের সদস্য ছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা ও অন্য সংগঠনের কর্মচারী ও অফিসার বন্ধুরা এই প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। মহিলা সদস্যের উপস্থিতি ছিল উৎসাহব্যাঞ্জক।

প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান অতিথি বক্তা ছিলেন অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী। তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বর্তমানে আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। কেন্দ্রে বর্তমান শাসক দলের সারা দেশে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টির যে প্রবণতা ও তার মধ্যে দিয়ে সামগ্রিকভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়, সে বিষয়ে অধ্যাপক চক্রবর্তী ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তথ্যভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন।

প্রকাশ্য সমাবেশে মূল্যবান সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন (পঃবঃ) এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড জয়দেব দাশগুপ্ত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ব্যাঙ্ক শিল্পের বিভিন্ন দিক ও আগামীদিনে শিল্পে কর্মচারীদের বিপদ সম্পর্কে তিনি অবহিত করেন। কমরেড দাশগুপ্ত এই পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্ক শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বকে সতর্ক থাকার কথা বলেন ও আগামীদিনে ব্যাঙ্ক শিল্পে সংযুক্তিকরণের বিপদ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রাখেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য সমাবেশের কাজ শেষ হয়।

সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ২২ তম রাজ্য সম্মেলন অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে জানাই রক্তিম অভিনন্দন। এবারের সম্মেলনের আহ্বান হলো — নতুন প্রজন্মের সদস্যদের সংগঠনের প্রতি আরও বেশী আকৃষ্ট করে, সাধারণ সদস্যদের সাথে একাত্ম ও নমনীয় হয়ে নেতৃত্বকে সংগঠন পরিচালনা করতে হবে ও সরকার ও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে যৌথ ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সব দিক থেকে সম্মেলনকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন ও আন্তরিক ভালবাসা।

পদাধিকারীদের নাম (মোবাইল নং সহ) নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির এবং সাধারণ পরিষদ সদস্যদের নামের তালিকা (মোবাইল নং সহ) সংযোজিত হল।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ,

শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত

(শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত)
সাধারণ সম্পাদক

দ্বা-বিংশতিতম সম্মেলন থেকে নির্বাচিত পদাধিকারীবৃন্দ —

সভাপতি	-	কমরেড অমিতাভ দে	(৯৯০৩৫৬৫৮৫২/৯৮৩১৭৪০৮৫২)
সহ সভাপতি	-	কমরেড অনুপম মিত্র	(৯৪৩২২৫৯৪৮৯)
		কমরেড অলোক দত্ত	(৯৯০৩৯৫৫৫৪০)
		কমরেড বারিদ বরন দাস	(৯৪৩৩১৭২৯৩৯)
		কমরেড সোমনাথ দাশগুপ্ত	(৯০০৭২৭৩৬০০)
		কমরেড বিদ্যুৎ ব্যানার্জী	(৯৮৩১৪৩৩৯৩০)
		কমরেড অচিন্ত্য নিয়োগী	(৯৪৩৪৩৭৩৫২২)
সাধারণ সম্পাদক	-	কমরেড শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত	(৯৭৪৮১৪৯০৮৬)
সম্পাদক	-	কমরেড অনিমেষ সুর	(৮৫৮৪৯৭৬৫৭৩/৯৪৩৩৭৪২৮৯৬)
যুগ্ম সম্পাদক	-	কমরেড পিনাকী রায় চৌধুরী	(৯৮৩০৯৮৪৪২৫)
		কমরেড বুদ্ধদেব দাস	(৮৪২০৩৯৯৯৮৭)
		কমরেড অবনী ভূষণ চ্যাটার্জী	(৯৪৩৪০৪৬৯৯৮)
		কমরেড শান্তনু হালদার	(৯৪৩৩২৮৭৮৭৮)
		কমরেড সুনয় বিশ্বাস	(৯৯০৩৩৬১৩৯৮)
আঞ্চলিক সম্পাদক	-	কমরেড মিতালী পাল	(৯৪৩৪০৫৪৯৪১)
		কমরেড লিপিকা চক্রবর্তী	(৯৯০৩৯২২৭১০)
		কমরেড সুতপা চক্রবর্তী	(৯৬৭৪২৩৯১২০)
সাংগঠনিক সম্পাদক	-	কমরেড প্রনব চক্রবর্তী	(৯৪৩৩৮১৩০১৬)
		কমরেড অনাদী লাহা	(৯৪৩৩২৬৮৩০২)
		কমরেড নৃসিংহ প্রসাদ সরকার	(৯৪৩৩৯০৮৩৮৮)
মুখ্য কোষাধ্যক্ষ	-	কমরেড দীপক মজুমদার	(৯৮৩১৩৮৬০৫০)
সহ মুখ্য কোষাধ্যক্ষ	-	কমরেড সন্দীপ পাল	(৮০১৩২৮৬২৫১)

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ ঃ

১)	কমরেড প্রদীপ বিশ্বাস		(৯৪৩৩১৪৪২৭১)
২)	কমরেড সুজিত ঘোষ		(৮০১৭৫৪২৫৪৪)
৩)	কমরেড অলোক মজুমদার		(৯৪৩২৩৯১২৯৬)
৪)	কমরেড তুষার চক্রবর্তী		(৯৮৩০৭৯২০৮৯)
৫)	কমরেড নিত্য দাস	(জি-টি-রোড, বর্ধমান)	(৯৪৩৪০০০৬৭৪)
৬)	কমরেড সুব্রত চ্যাটার্জী	(আর.সি.সি)	(৯৪৩৩২৬৩৫৮৪)
৭)	কমরেড শিখা ঘটক	(ভি.এন. রোড)	(৯৯০৩৭৭৭৬৬২)
৮)	কমরেড রামতনু দত্ত	(ব্র্যাবোর্ণ রোড)	(৯৪৩২২১৪২৪৯)
৯)	কমরেড গৌতম দাস	(খড়গপুর)	(৯৪৭৪৯৭৬১৯১)
১০)	কমরেড শক্তিপদ কুলভী	(নিউ মার্কেট)	(৯৮৩১৩৬৬৩২১)
১১)	কমরেড প্রবীর মন্ডল	(কন্টাই)	(৯৪৩৩৪২৯৩৮৪)
১২)	কমরেড সনজিত রায়	(জলপাইগুড়ি)	(৯৭৭৫৮৬৬৩২৩)
১৩)	কমরেড দীপক নস্কর	(যাদবপুর)	(৯৩৩২৩১১৭৮৪)
১৪)	কমরেড চূড়ামনি সেনাপতি	(বাকুড়া)	(৯৪৭৪৯৩২৯৪২)
১৫)	কমরেড উজ্জল দত্ত	(হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটি)	(৯৪৩৪৫০৩১০৭)
১৬)	কমরেড তিমির মন্ডল	(গড়িয়া)	(৮৬২০৯০৫৯৯২)
১৭)	কমরেড আবির বিক্রম রায়	(প্রিন্সেপ স্ট্রীট)	(৮০১৩৮২৫৫৫৩)
১৮)	কমরেড অমর্ত্য আচার্য্য	(কোচবিহার)	(৯৫৬৩১৩৪০৮৬)
১৯)	কমরেড মালা দে	(বি.আর.বি.বি. রোড)	(৯৪৩২৪৭০০১৯)
২০)	কমরেড সুমিত সোম	(ধর্মতলা)	(৯৮৩১৩৪৬১৫৯)
২১)	কমরেড মলয় বালা	(ক্লাইভ রো)	(৯৮৩০২১৪৫১৯)
২২)	কমরেড বাচ্চেলাল যাদব	(কারেন্সী চেস্ট, দুর্গাপুর)	(৮৯০০৫৯৪৫২৯)
২৩)	কমরেড সুজিত সরকার	(হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি	(৯৪৩৪৩৭৬৬৪৭)
২৪)	কমরেড শুভঙ্কর দে	(কারেন্সী চেস্ট, মেচেদা)	(৯৭৭৫৫১৩৬৫৮)
২৫)	কমরেড অভিজিৎ সরকার	(ভবানীপুর)	(৯৪৩৩৮২৭৯১৯)
২৬)	কমরেড দেবাশীষ গোস্বামী	(নিমডাঙ্গী)	(৭৬০২৫৭৩৭৩৯)
২৭)	কমরেড আশীষ মজুমদার	(কৃষ্ণনগর)	(৯৪৭৫২৭৫২২৬)
২৮)	কমরেড অভয় চন্দ্র রায়	(বালুরঘাট)	(৯৯৩২৯৮২০৬১)
২৯)	কমরেড অনিন্দ্য দে	(কারেন্সী চেস্ট, শিলিগুড়ি)	(৯৪৩৪০৩২০০০)
৩০)	কমরেড উত্তম দাস	(কলাবনী)	(৯৭৩২৮৭৭০৮৩)
৩১)	কমরেড জয়ন্ত ঘোষ	(বি.সি রোড, বর্ধমান)	(৯১৬৩৯১৪২২২)

কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমন্ত্রিত সদস্য ঃ

১. কমরেড অলোক দাস (৯৪৭৭৫৫৫২৬৯)
২. কমরেড মিলন দে (৯৭৪৮৫৮১৮৮৮/৯৮৭৪৬৬৭৭৫৪)
৩. কমরেড সত্যব্রত দত্ত (৯০৫১০১৯২২৪)
৪. কমরেড বল্লরী ভৌমিক (৯৮৩০৭৬৫৬৭০)
৫. কমরেড সুকৃত মিত্র (৯৮৭৫০৫৩৮০৪)
৬. কমরেড বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী (৯৪৩৪১১৯৩২৩)

সাধারণ পরিষদের সদস্যদের নাম

১) কমরেড অশোক পাল (হাবড়া বাজার) (৯৪৩৪১৩৬০০৫)
২) কমরেড আইকা বালাজী (ডানলপ) (৯২৩১৬০৪২৩০/৯০০৭৭৫৫৪০৩)
৩) কমরেড চারুলাল মিস্ত্রি (নিউ মার্কেট) (৯৭৩৫৭৮০৩১২)
৪) কমরেড পার্থ রায় (এ টি এম রোড) (৯০৫১৭৫১৪৪২)
৫) কমরেড প্রশান্ত ভৌমিক (লেনিন সরণী) (৯৮৩০৫৩৮১১৭)
৬) কমরেড রমা চট্টরাজ (ক্লাইভ রো) (৯৯০৩৭৯৩১৬১)
৭) কমরেড শ্বাশতী দে (আর.সি.সি) (৯৯০৩৭৯৫০৫২)
৮) কমরেড পলাশ মন্ডল (বিরাটী) (৯৮৩১৭০৭৯২৪)
৯) কমরেড জগন্নাথ ব্যানার্জী (ইছাপুর) (৯৮৩৬৪৮৭৫৭৮)
১০) কমরেড ভাস্কর চক্রবর্তী (এম জি রোড) (৯০০৭১০৮৬৩৩)
১১) কমরেড জয়দীপ দে (ভবানীপুর) (৯৮৩১০১৮৪৩৩)
১২) কমরেড সুরজিৎ মজুমদার (খিদিরপুর) (৯৪৭৪৮৮৩৫৯৭)
১৩) কমরেড কিশোর চ্যাটার্জী (কেঠোপোল) (৯৮৩১৮৪৯৯০১)
১৪) কমরেড প্রহ্লাদ নাথ (গড়িয়া) (৭০৫৯৬৫৪৯৫৮)
১৫) কমরেড শুভজিৎ দাস (টালীগঞ্জ চেস্ট) (৭০৪৪০৮৫৫০১)
১৬) কমরেড সঞ্জিব দাস (হাওড়া ময়দান) (৯৬৭৪২১২৫৮২)
১৭) কমরেড অনিল পাল (কেয়াতলা) (৮৪২০৯৪৫৯৭৭)
১৮) কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী (সেক্টর-১) (৯৮৩০৬৮২২৮৩)
১৯) কমরেড মৃণাল চক্রবর্তী (সার্কেল অফিস) (৯৮৩৬৯৬৪৩৩১)
২০) কমরেড বৈশালী হাজরা (এ টি এম রোড) (৯০০৭৩৬৭৬৫৪)
২১) কমরেড সাগ্নিক মুখার্জী (হালিশহর মিউনিসিপ্যালিটি)(৯৮০৪৮৯০৭০২)
২২) কমরেড শুভম সিনহা (নিউ আলিপুর) (৯৬৮১১৫০৮৭৩)
২৩) কমরেড ত্রিদিব রায় চৌধুরী (বারাসাত) (৮৯৮১৮৭৬৮০৬)
২৪) কমরেড কিংকর পাল (লিলুয়া) (৮৪৪২৮৪০৬৯৭)
২৫) কমরেড প্রেমাংশু পাল চৌধুরী (পাতিপুকুর) (৯৪৭৭১২০২৩৯)

২৬)	কমরেড সুজয় দাস	(গরপার)	(৯৮৩১১৭৫৮৯০)
২৭)	কমরেড সৌপ্তিক ব্যানার্জী	(আই বি বি)	(৯০৫১৪৩৩৫৫৮)
২৮)	কমরেড শেখর দাস	(বি আর বি বি রোড)	(৯৮৩১১৮২৭৩৭)
২৯)	কমরেড জয়ন্ত খান	(খেয়াদহ)	(৭০৪৪৬৯১৬৯৯)
৩০)	কমরেড সায়ন্তন চক্রবর্তী	(দেউলী)	(৯১৬৩৬৭৭২২৬)
৩১)	কমরেড কুন্তল হালদার	(খরুবেড়িয়া)	(৯৮৩১৫৫০৯৩২)
৩২)	কমরেড ভাস্কর নস্কর	(টালীগঞ্জ)	(৯০০৭৭৮৬৯০১)
৩৩)	কমরেড শৌভিক সেন	(কলেজ স্ট্রীট)	(৯৮০০১৭২৮৫৫)
৩৪)	কমরেড প্রবীর হালদার	(ব্রাবোর্ণ রোড)	(৯৪৩৩৪২৯৩৮৪)
৩৫)	কমরেড সায়ন মুখার্জী	(বকখালি)	(৯০৫১২৬৪৬৪৯)
৩৬)	কমরেড পল্লবী নাথ	(এ টি এম রোড)	(৯০০২০০৬৩৪৯)
৩৭)	কমরেড সুদীপ সরকার	(পার্ক স্ট্রীট)	(৯৮৩১২৫৩৯৮৯)
৩৮)	কমরেড প্রভা গুপ্তা	(কাচরাপাড়া)	(৮৯৮১৫৫০৭৪২)
৩৯)	কমরেড সুদীপ্ত দত্ত	(জেড টি সি)	(৮৬২১৯৩৯৬০৬)
৪০)	কমরেড সুমিতা জানা মাইতি	(বিলাসপুর)	(৭৬০২৫১৯২০৪)
৪১)	কমরেড দিলিপ কুমার মাইতি	(বয়াল)	(৮৯৬৭৫৬২৪৭৯)
৪২)	কমরেড বিদ্যুত কুমার জানা	(কন্টাই)	(৮৯৬৭৮১৯৬৪৭)
৪৩)	কমরেড দিলিপ কুমার পান্ডা	(তমলুক)	(৯৭৩২৬৭৮৮৬৮)
৪৪)	কমরেড অসিত কুমার পট্টনায়ক	(পাশকুড়া)	(৮০০১৪৭২৭৯০)
৪৫)	কমরেড রাজেন্দ্র কুমার সাহু	(হলদিয়া ভি এম এ)	(৯৬৪৭১০২৬৪১)
৪৬)	কমরেড অজিত কুমার খান	(সরবেড়িয়া)	(৯৭৩৩৬১৭২২৮)
৪৭)	কমরেড সন্দীপ ঘোষ	(ডেবরা)	(৯৬৭৯৯২২৪৪৫)
৪৮)	কমরেড বাদল বেরা	(কেশিয়ারী)	(৯৭৩২৫৭৩৭১৭)
৪৯)	কমরেড তরুন কুমার চক্রবর্তী	(মন্ডলকুপী)	(৯৭৭৫১৩৭৬৯৯)
৫০)	কমরেড প্রীতম কুমার হাটি	(মেদিনীপুর)	(৮০১৬৯১২৩৮১)
৫১)	কমরেড শঙ্কর দে	(নারায়ণপুর)	(৭৮৭২২১০৩৪৪)
৫২)	কমরেড হিমাংশু মিস্ত্রি	(আই আই টি খড়গপুর)	(৯৬৪৭০৬৭২২২)
৫৩)	কমরেড কলন্দর আনসারী	(পুরুলিয়া)	(৯৪৭৪৫১১৪১৪)
৫৪)	কমরেড মদন কিস্কু	(জামনা)	(৯৮০৫৫৫৫৮২৮)
৫৫)	কমরেড দীপঙ্কর মুখার্জী	(সার্কেল অফিস, বর্ধমান)	(৯৯৩২২৪২৮৮৯)
৫৬)	কমরেড দেবজিৎ দত্ত	(ভিরিঙ্গী দুর্গাপুর)	(৯৪৭৫২২০৭৬৫)
৫৭)	কমরেড বিল্লেশ্বর লাহা	(জয়পুর)	(৮০১৬২২৩৫৫৩)
৫৮)	কমরেড সুভাষ গুপ্ত	(সান্তোর)	(৯৪৩৪৩১৩৫৬৫)
৫৯)	কমরেড রঞ্জিত সরকার	(হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি)	(৯৪৩৪১৩১৯৬৩)

৬০) কমরেড অজয় কুমার (রায়গঞ্জ) (৯৪৩৪০৮৭২৫৫)
৬১) কমরেড দীপজয় থোকদার (মালদা) (৯৪৭৬২৮৮৪৬২)
৬২) কমরেড আরিফ ইকবাল (রামপাড়া চাচড়া) (৯৬৭৯৩১৫৩৯৯)
৬৩) কমরেড সন্তোষী সাহা (বেওয়া) (৯৬১৪৭০৮৮৩২)
৬৪) কমরেড মৃত্যুঞ্জয় সেন (বানকোলা) (৯৬১৪৮০৯৬৫১)
৬৫) কমরেড শৌভিক ভট্টাচার্য্য (বস্তিন বাজার, আসানসোল) (৭২৭৭৩৯৪০১৮)
৬৬) কমরেড অভিক পাল (বাকুড়া) (৯৭৩২৩৭৬৮১৫)
৬৭) কমরেড তাপস পাল (জিটি রোড, বর্ধমান) (৯৪৭৪৫৫০২৫৬)
৬৮) কমরেড অলোক হালদার (বি সি রোড, বর্ধমান) (৯৪৩৪১৮৭২০০)
৬৯) কমরেড দীনবন্ধু মুখার্জী (চন্দননগর) (৮৬৯৭৪৭২৭৬৭)
৭০) কমরেড দেবজ্যোতি দাস (মল্লারপুর) (৭৬০২৮৭১৯৬৮)
৭১) কমরেড ইশিতা দাস (চুচুড়া) (৮৯০২৩৮২৪৭৮)
৭২) কমরেড সৌরভ দা (গলসী) (৮১৪৫৪৬৪৪১০)